যুগান্তর

তারিখ ... 06 SEP 2015
পৃষ্ঠা ...২০... কলাম ...২...

রাজশাহীর আড়ানী মনোমোহিনী উচ্চ বিদ্যালয়

প্রশ্ন প্রণয়নে শিক্ষকদের ভরসা গাইড বই

আনু মোস্তফা ও জিয়াউদ্দ গনি সেলিম, *রাজশাহী*

চিন্তাশক্তির বিকাশ ঘটাতে সৃজনশীল পদ্ধতি চালু করা হলেও তা এখন গাইড বইয়ের দখলে। শিক্ষার্থীরা গাইড বইয়ের সহায়তা নিচ্ছে। অভিভাবকরাও না বুঝেই ছেলেমেয়েদের হাতে তুলে দিচ্ছেন গাইড বই। বেশিরভাগ শিক্ষকও সৃজনশীল পদ্ধতির বেঁধে দেয়া কাঠামোতে প্রশ্ন না করে গাইড় বই থেকে প্রশ্ন করছেন।, যা পদ্ধতিটিকেই প্রশ্নবিদ্ধ করছে। শিক্ষকদের দক্ষতার ঘাটতি ও পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাবেই সৃজনশীল গাইড বইয়ের চাহিদা বাজারে বেশি বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন।

রাজশাহীর আড়ানী মনোমোহিনী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সঞ্জয় কুমার দাস জানান, সৃজনশীল পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের জন্য ভালো। এ পদ্ধতিতে নকল বন্ধ হয়েছে কিন্তু পরীক্ষায় ভালো ফল করতে পারছে না শিক্ষার্থীরা। তাই পদ্ধতিটি চালু করার আগে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ ও শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেয়া উচিত ছিল। কিন্তু সেটা করা হয়নি। পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীরা এ পদ্ধতিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছে না। সৃজনশীল পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষকদের যে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে তাও পর্যাপ্ত নয়।

১৮৬৫ সালে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টির শিক্ষার্থী ৭৩৮ জন। শিক্ষক ১৬ জন। যারা এক থেকে দুই সপ্তাহের প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। এ সামান্য প্রশিক্ষণ পুঁজি করেই শিক্ষার্থীদের নতুন পদ্ধতিতে পাঠদান করানো হচ্ছে।

গণিত নিয়ে দুরবস্থার কথা জানিয়ে প্রধান শিক্ষক বলেন, চলতি বছরের নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা ২০১৭ সালে এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে। গণিতে সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতির কারণে ফল বিপর্যয় নেমে আসতে পারে। এসএসসিতে কম নম্বর পেলে ভবিষ্যতে উচ্চশিক্ষা গ্রহণে ভর্তির ক্ষেত্রে ছেলেমেয়েরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। শিক্ষকরাও গণিত নিয়ে তালগোল পাকিয়ে ফেলছেন। গ্রামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অবস্থা আরও খারাপ। যথাযথ প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা না থাকায় তাদের এ অবস্থা।

অন্যদিকে শিক্ষার্থীদের দাবি, গণিত পরীক্ষায়

ভরসা : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

ভরসা : গাইড বই

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যতটা প্রশ্ন করা হয় তার উত্তর প্রদান করা অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না। এছাড়া বহুনির্বাচনী অংশের ৪০ নম্বরের যে প্রশ্ন করা হয় তাতে হিসাব-নিকাশের জন্য আলাদা কাগজ সরবরাহের প্রয়োজন।

সৃজনশীল পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের মেধা বিকাশে সহায়ক বলা হলেও এটি মূলত অন্তঃসারশূন্য বলে মন্তব্য করেছেন সিনিয়র শিক্ষক আবদুল হান্নান। তিনি জানান, যে উদ্দেশ্য নিয়ে এ পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছে সে উদ্দেশ্য সফল হচ্ছে না। পর্যাপ্ত প্রশিক্ষিত শিক্ষক নেই। কিন্তু পর্যাপ্ত সময় পাওয়া যায় না। কোনো রকমে ভাঁজ দিয়ে চালানোর মতো অবস্থা। বিদ্যালয়ে শিক্ষক সংকটের কারণে এক শিক্ষককে অনেকগুলো বিষয়ে পাঠদান করাতে হয়। সৃজনশীলে শ্রেণীকক্ষের আলোচনা খুব গুরুত্বপূর্ণ। শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের জন্য শিক্ষকরা সব বিষয়ে প্রস্তুতি নিতে পারে না। এতে শিক্ষার্থীরা ওই বিষয়ের ওপর ভালো ধারণা নিতে পারে না। ফলে সৃজনশীল প্রশ্নের সৃজনশীল উত্তর দেয়া হচ্ছে কিনা যাচাই করাও জরুরি।

দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থী ফাতেমা খাতুন, রুহানিয়া, সাদিয়া সুলতানা, রাজু আহম্মেদ, আসিক, ফয়সাল আহম্মেদ, আরিফ হোসেন, সাফায়াত ইনজামাম জানায়— সৃজনশীল গণিত আগে কখনও শিখানো হয়নি। নবম শ্রেণী থেকে শেখানো শুরু করা হয়েছে। ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে সৃজনশীল থাকলে গণিতেও কোনো সমস্যা হতো না। এখনও গণিতে সমস্যা বেশি।

প্রশিক্ষণের অভাবের কথা উল্লেখ করে গণিতের শিক্ষক জাহিদ হোসেন বলেন, পদ্ধতির দুর্বোধ্যতায় শিক্ষকরা হিমশিম খাচ্ছেন। সৃজনশীল নিয়ে গণিতের শিক্ষকরা ক্লাসে ছাত্রছাত্রীদের সামনে বিব্রত হচ্ছেন। যখন ক্লাসে সৃজনশীল প্রশ্নে অঙ্ক করিয়ে দেয়া হয়, তখন ছাত্রছাত্রীরা বোঝে। তবে নতুন কোনো অঙ্ক করতে দেয়া হলে তারা আর পারে না। বইয়ে সৃজনশীলের নমুনা অঙ্ক থেকে এসএসসিতে প্রশ্ন করা হলে ছেলেমেয়েরা পারবে, অধিকাংশরা নইলে পারবে না। বেশিরভাগ গণিতে ফেল করে। এছাড়া বহু শিক্ষক এখনও গণিতের সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতির প্রশিক্ষণ পাননি। তাই শিক্ষার্থীদের সামনে শিক্ষকদের মানসম্মান নিয়ে এখন টান পড়েছে। অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থী, তায়েবা সাবরিন, কনিকা খাতুন, মাহমুদুল হক ও অন্তর শীল জানায়, সৃজনশীল পদ্ধতি অনেক সহজ মনে হলেও তেমন একটা সহজ নয়। উদ্দীপক ভালোভাবে না বুঝলে এবং পাঠ্যবই পুরোপুরি আয়ত্তে না থাকলে উত্তর দেয়া কঠিন। আরও কঠিন হয়ে যায় গণিতের ক্ষেত্রে।

বাঘা উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা কাজি আবদুল মোকিম জানান, প্রথম যখন সৃজনশীল পদ্ধতি চালু হয়েছিল তখন কিছু অভিভাবক এর বিরোধিতা করেছিলেন। প্রথম প্রথম ফলাফল কিছুটা খারাপ হলেও এখন এর সমাধান হয়ে গেছে। তারপরও সবার সঙ্গে এ বিষয়টি নিয়ে বিদ্যালয়ে গিয়ে তদারকি করা হচ্ছে। সৃজনশীল পড়ানোর সব কার্যক্রম চালু হয়েছে। শিক্ষকদেরও পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

কাল ছাপা হবে : রাজশাহী শিরোইল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়